উপসংহার

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি বিষয়ক আমাদের এই অধ্যয়ন এক বিরাট সম্ভাবনাময় কৃতির দ্বারোদ্‌ঘাটন মাত্র। কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সমাজ ইতিহাসের অসামান্য দলিল। গবেষণা কর্মের শেষ পর্বে পৌঁছে আমাদের এই সিদ্ধান্ত শক্ত ভীতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। গবেষণা কর্মে যে সমস্ত শব্দ, শব্দবন্ধকে আমরা আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি তা বাংলা ভাষার আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে বলে আশা রাখি। দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক সমাজ ইতিহাসের কিছু অপ্রচলিত ও কিছু প্রচলিত অধ্যায়কে বিবর্তনের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আমরা পথ চলা শুরু করেছিলাম। এই পর্বে উপনীত হয়ে আমাদের মনে হয় সে কাজে আমরা কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি। কৃষি সংস্কৃতি যে দ্রুত গতিতে বিবর্তিত হচ্ছে তাতে আমাদের মনে হয় অতীত ও বর্তমানের কিছু প্রচলিত প্রসঙ্গ অদূর ভবিষ্যতে তাদের মূল্য হারাবে। অথচ যার মধ্যে লুকিয়ে আছে দক্ষিণবঙ্গের কৃষকদের জীবন বাস্তবতার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার নানা ইতিকথা। আধুনিকতার ফলে কৃষিজ প্রসঙ্গগুলি অপ্রচলিত হলেও তৎসংলগ্ন ভাষিক উপাদানগুলি আলোচনার মাধ্যমে তার ইতিহাসকে কিছুটা সংরক্ষণ করা গেল বলে আমরা মনে করি। অতীত ঐতিহ্য অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও ঐতিহ্যের ইতিহাসকে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার নয়।

আমাদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতিকে বিস্তৃত ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি আমাদের গবেষণায়। কৃষিকাজ ও কৃষি সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত প্রচুর শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্য, প্রবাদ-প্রবচন নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি, তাদের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করেছি। আমাদের এই আলোচনার প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে কৃষি কেন্দ্রিক বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দ। কৃষি সংস্কৃতি থেকেই তাদের উদ্ভব। যেমন ‘নেউচে বোনা’, ‘ধুলুচে বোনা’, জোয়াল শব্দের আঞ্চলিক রূপ ‘জোল’, টমাটো শব্দের আঞ্চলিক রূপ ‘বিলাতি’ ইত্যাদি। পাটের বস্তার আঞ্চলিক নাম ‘ভোগো’, কোদালের আঞ্চলিক নাম ‘ফাওড়া’। কৃষি উপজাত দ্রব্য হিসাবে কাঁকচা, জমির প্রকৃতি বিষয়ক ‘পোতা’, কৃষি শ্রমিক বিষয়ক ‘পেট ভাতা’, বিপণন বিষয়ক ‘পাষাণ ভাঙা’ ইত্যাদি। নিছক কৃষি সংস্কৃতি থেকে শব্দগুলির উদ্ভব। এই ধরনের আরও বহু শব্দ সম্পর্কে আমরা গবেষণা সন্দর্ভে আলোচনা করেছি। এই ধরনের শব্দের সঙ্গে সাধারণ সামাজিক বিশেষ সচেতন নয় বা বলা যায় কৃষি সংস্কৃতির

বাইরের মানুষ এই ধরনের শব্দের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন। কৃষি সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা বা বোঝার অভাব থেকেই এই অজ্ঞতা। আমাদের গবেষণায় এই ধরনের বহু শব্দ আলোচিত হয়েছে। যা নিশ্চিতভাবে শব্দগুলির প্রতি মানুষের সচেতনতা বাড়বে এবং বাংলা আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডারকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করবে। পরবর্তীতে বাংলা আঞ্চলিক শব্দ বিষয়ে কোনো গবেষক আবশ্যই বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেবেন।

কৃষি সংস্কৃতি আমাদের সমাজ সংস্কৃতির অতিরিক্ত কোনো বিষয় নয়। ফলত কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সাধারণ সামাজিকের মুখে ব্যবহৃত হওয়া খুব স্বাভাবিক। তেমনটা হয়েছেও। এমন কিছু কৃষি বিষয়ক শব্দ, কথা আমরা পেয়েছি যা আলাদা করে চিনিয়ে না দিলে বোঝাই যাবে না এসবের উদ্ভবের মূলে আছে কৃষি সংস্কৃতি। যেমন 'গেঁজে' শব্দটি। এটি একটি কৃষিজ উপকরণ যা গরুর মুখে পরিয়ে গরুকে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। গেঁজে পরানো থাকলে গরু কিছু খেতে পারে না। কৃষি সংক্রান্ত শব্দ, কথার বাইরে শব্দটি অনেকক্ষণ খালি পেটে কাজ করা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'মুখে গেঁজে দিয়ে আর কতক্ষণ কাজ করব!' এই ধরনের আরও অনেক শব্দ আছে যাদের সাধারণ ব্যবহার প্রচুর। যেমন ঘোঘ, জোয়াল বা জোল, ন্যাতা দেওয়া ইত্যাদি। শব্দগুলির বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। শব্দগুলি সাধারণ সামাজিকের মুখে এত ব্যবহৃত হচ্ছে যে তাদেরকে আর কৃষিজ শব্দ বলে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা ও সাধারণ সমাজভাষা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। বাংলা শব্দভাণ্ডারের সামগ্রিক আলোচনায় বিষয়টির গুরুত্ব অস্বীকার করার নয়।

যে কোনো ভাষার প্রাচীনত্বের অন্যতম মাপকাঠি সেই ভাষায় মিশে থাকা প্রবাদ-প্রবচনের পরিমাণ। সমাজভাষার বিকাশেও বিষয়টির গুরুত্ব একইরকম। প্রবাদ সৃষ্টির কোনো বাধাধরা বিষয় থাকতে পারে না। প্রবাদ সৃষ্টি হয় মানুষের জীবন যাপনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে থেকে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর বিচ্যুতি ঘটেনি। আমাদের বাংলা ভাষায়ও মিশে আছে বহু প্রবাদ। কৃষি কেন্দ্রিক ভাষার আলোচনার সময় আমরা এই বিষয়েও নজর রেখেছিলাম এবং আমরা কৃষি বিষয়ক বেশ কিছু নতুন প্রবাদের সন্ধান পেয়েছি। যেমন 'পরের চালে পুঁইশাক তোলা', 'চাষা মানে ড্যাম শুয়ার', 'পাশাপাশি বাস, দেখাদেখি চাষ', 'আমানি ঠেলে পান্তা'। এই ধরনের প্রবাদগুলি যে কেবল কৃষি প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয় তা

নয়। সাধারণ মানুষের অন্যান্য সময়ের কথাবার্তাতেও এর ব্যবহার আছে। যেমন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার প্রসঙ্গে খুব সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয় 'ধোনো হাটে ওল তুলিসনে' প্রবাদটি। এই রকম আরও বহু কৃষি কেন্দ্রিক প্রবাদ বাংলা ভাষাকে আমাদের অজ্ঞাতেই সমৃদ্ধ করে চলেছে। যা নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা হওয়া দরকার। আমাদের আলোচনায় এই রকম কিছু প্রবাদের সন্ধান আমরা দিতে পেরেছি। বাংলা প্রবাদ বিষয়ক আলোচনায় এগুলি অবশ্যই কাজে অসতে পারে।

আমাদের গবেষণার একটি অধ্যায় কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা : সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রয়োগ। এই অধ্যায়ে আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি বাঙালি সাহিত্যিকদের ভাষা ভাবনায় কৃষিজ শব্দের প্রভাব কতখানি। কৃষি বিষয়ের সাহিত্য নয়, এমন বহু সাহিত্যে কৃষি বিষয়ক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উপমা, অলংকারে, চরিত্রের সংলাপে বিভিন্ন ভাবে কৃষিজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা শব্দভাণ্ডারে কৃষিজ শব্দের গ্রহণযোগ্যতার একটি বিশেষ মাত্রা এটি।

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতিতে ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দের জেলাভেদে রূপ পরিবর্তনের চিত্র আমরা উপস্থাপন করেছি। এসবের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি বিষয়ে কিছুটা সম্যক ধারণা তৈরি করতে পেরেছি বলে আমাদের বিশ্বাস। বিবর্তনের পথে দক্ষিণবঙ্গের অতীত ও বর্তমানের কিছু কৃষি প্রসঙ্গ কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও যে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, তার ইতিহাস কোনোদিনও মুছে যাবে না। বর্তমান সময় থেকে একশো বছর পরও কোনো উৎসাহী গবেষক আমাদের গবেষণা সূত্রে সেদিনের সমাজ থেকে হারিয়ে যাওয়া কোনো কৃষি প্রসঙ্গ সম্পর্কে জানতে পারবে, অনুধাবন করতে পারবে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের রূপরেখাকে। এখানেই আমাদের গবেষণার তাৎপর্য বলে আমাদের বিশ্বাস।

দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি বিষয়ে বেশ কিছুটা আলোচনা আমরা করতে পেরেছি। কিন্তু তার পরও কিছু বিষয় আলোচনার বাইরে থেকে গেল বলে মনে হয়। যেমন কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে অন্যান্য সময়ে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কী না সে

বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করতে পারলে ভালো হত। মোট তেরোটি জেলা নিয়ে বিস্তৃত দক্ষিণবঙ্গ। এই তেরোটি জেলার উপভাষা একরকম নয়। কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা নিশ্চয়ই সমাজভাষার একটি বিশেষ অধ্যায়। কিন্তু এই সমাজভাষার গঠনে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন উপভাষার প্রভাব কতখানি তার আলোচনারও প্রয়োজন ছিল। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় পরবর্তীতে কোনো সচেতন গবেষক এই বিষয়গুলি নিয়ে অবশ্যই ভাবনা চিন্তা করবেন। দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি সেদিন আরও প্রাঞ্জলভাবে পাঠকের সামনে ফুটে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আলোচ্য গবেষণাকর্মকে বাস্তবে রূপ দিতে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি আমরা। প্রথমত গবেষণার এলাকা হিসাবে দক্ষিণবঙ্গ বেশ বিস্তৃত। এলাকার এই বিস্তার কাজের ক্ষেত্রে দ্বিবিধ প্রভাব ফেলেছে। এলাকা বিস্তৃত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য তথ্য পেয়েছি প্রচুর। গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। তবে তথ্য সংগ্রহের কাজে প্রচুর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি আমরা। তথ্য সংগ্রহের কাজে সময় ব্যয় হয়েছে প্রচুর। গবেষণা ক্ষেত্রের কিছু কিছু জেলায় পরিচিত কিছু ব্যক্তির সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের সহযোগিতার কারণে সেসব জেলায় তথ্য সংগ্রহ অনেক সহজ হয়েছে। কিন্তু যেসব জেলায় পরিচিত ব্যক্তি পাইনি সেখানে তথ্য সংগ্রহ খুব কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। কেন এমন কাজ করছি, কী আমার উদ্দেশ্য, আমাকে তথ্য জানিয়ে তাদের লাভ কী? কৃষকদের এই ধরনের নানা প্রশ্নে বিব্রত হয়েছি প্রতি মুহূর্তে। অনেক ক্ষেত্রে আমার উত্তরে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়নি। সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। তবে সেসব কিছু অতিক্রম করে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পেরেছি। আবার গবেষণার এলাকা হিসাবে তেরোটি জেলা একটু বেশিই। ফলে প্রতিটা জেলার প্রতিটা কোণে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যা করতে পারলে আরও ভালো হত। এক্ষেত্রে আমরা কর্মদক্ষতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে বিষয়টিকে যতদূর সম্ভব সঠিক ভবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

কিছু অসম্পূর্ণতার দিককে স্বীকার করে নিয়েও আমরা আশা করতে পারি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের এই গবেষণাকর্ম কিছু নতুনত্বের দিককে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। যা দেখে বিষয়টির প্রতি আরও অনেকেই উৎসাহী হতে পারেন। যদি তাই হয়, যদি কোনো একনিষ্ঠ গবেষক আমাদের গবেষণার সূত্রে সামান্য প্রাণিত হন তাতেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বলে আমরা মনে করবো।